রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড সরকারি মডেল স্কুল এন্ড কলেজ
অর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষা-২০২৪
শ্রেণি–পঞ্চম
বিষয়–বাংলা
পাঠ্যবই হতে অনুচ্ছেদ

ক) প্রদত্ত অনুচ্ছেদটি পড়ে ১ ও ২নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

গ্রামের নাম আনন্দপুর। মামার বাড়ি। কথায় আছে, মামার বাড়ি রসের হাঁড়ি। আসলেই তাই। পড়া নেই, বাধা নেই, যেখানে খুশি ঘুরে বেড়াও, যা খুশি খাও। এই তো মামার বাড়ি। গেল বছর পহেলা বৈশাখের ছুটিতে গিয়েছিলাম আনন্দপুর। সেখানে পহেলা বৈশাখে মেলা বসে। মামা বললেন, তোমাদের মেলা দেখাতে নিয়ে যাব। আমরা ছিলাম চারজন-আমি, মামাতো বোন বৃষ্টি, সোহানা আর ছোট ভাই তাজিন। মেলা বসে সকালে। আমরা একটু দেরি করেই গেলাম। মামা বেশ মজার মানুষ। কাঁধে ঝোলানো একটা ব্যাগ। তাতে থাকে ছবি আঁকার জিনিস, থাকে একটা বাঁশি। পড়েন ঢাকার চারুকলা ইনস্টিটিউটে। মেলার একটু কাছে পৌঁছাতেই শুনতে পেলাম নাগরদোলার ক্যাচর ক্যাচর শব্দ। দেখলাম বাঁশের তৈরি কুলো, ডালা, ঝুড়ি, চালুন, মাছ ধরার চাঁই, খালুই। আরও কত কী! বসেছে বাঙি, তরমুজ, মুড়ি-মুড়কি, জিলাপি আর বাতাসার দোকান সারি সারি। আরেকটু এগুতেই দেখতে পেলাম কত রঙের, কত বর্ণের বিচিত্র সব মাটির হাঁড়ি। ফুল, পাতা, মাছের ছবি আঁকা সেসবে। রয়েছে মাটির ঘোড়া, হাতি, ষাঁড় আর নানা আকারের মাটির পুতুল। আমার চোখ পড়ল কাজ করা অপূর্ব সুন্দর মাটির হাঁড়ির দিকে। মামাকে জিজ্ঞেস করলাম- এটা কিসের হাঁড়ি? মামা বললেন, এটা শখের হাঁড়ি। শখ করে পছন্দের জিনিস এই সুন্দর হাঁড়িতে রাখা হয়। তাই এর নাম শখের হাঁড়ি। তাছাড়া শখের যে কোনো জিনিসই তো সুন্দর।

১। নিচের শব্দগুলোর অর্থ লিখ: (যে কোনো ৫টি) **১×৫ = ৫**

শখ, নাগরদোলা, বিচিত্র, হাঁড়ি, আঁকা, শব্দ, মেলা।

২। নিচের প্রশ্নগুলো সংক্ষেপে উত্তর দাওঃ **২+৪+৪=১০**

ক) কে মেলায় নিয়ে গিয়েছিল? মেলাটি কখন বসে?
খ) শখের হাঁড়ি কী রকম? এটির নাম শখের হাঁড়ি কেন?
গ) বৈশাখী মেলায় যে সব জিনিস পাওয়া যায় চারটি বাক্যে লেখ।

খ) প্রদত্ত অনুচ্ছেদটি পড়ে ১ ও ২নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

মুক্তিযোদ্ধারা বয়ে এনেছেন অসীম গৌরব। এরকমই এক যুদ্ধে শহিদ হন বীরশ্রেষ্ঠ মোহাম্মদ রুহুল আমিন। ডিসেম্বরের ১০ তারিখ। মুক্তিযুদ্ধের শেষ প্রান্তে আমরা। মুক্তিযোদ্ধাদের নৌজাহাজ বিএনএস পলাশ এবং বিএনএস পদ্মা মংলা বন্দর দখল করে নিয়েছে। এবার খুলনা দখলই লক্ষ্য। ভৈরব নদী বেয়ে খুলনার দিকে ধেয়ে আসছেন তাঁরা। জাহাজ দুটি খুলনার কাছাকাছি চলে আসে। এমন সময় একটা বোমারু বিমান থেকে জাহাজ দুটির ওপর বোমা এসে পড়ে। রুহুল আমিন বিএনএস পলাশের ইঞ্জিনরুমে ছিলেন। ইঞ্জিনরুমের ওপরে বোমা পড়েছিল। ইঞ্জিন বিকল হয়ে আগুন ধরে গিয়েছিল পলাশে। তাঁর ডান হাতটি উড়ে গিয়েছিল। তিনি আহত অবস্থায় ঝাঁপ দিয়ে নদী সাঁতরে পাড়ে উঠলেন। বোমার আঘাত থেকে তিনি রক্ষা পেলেন। কিন্তু রাজাকারদের হাতে নির্মমভাবে মৃত্যু হলো তাঁর। তিনি শহিদ হলেন। খুলনা শিপইয়ার্ডের কাছে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন এই বীর মুক্তিযোদ্ধা। এখানে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ আজ মুক্ত। লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে আমরা ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় অর্জন করি। দেশের এ বীরশ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য গর্বিত আমরা।

১। নিচের শব্দগুলোর অর্থ লিখ: (যে কোনো ৫টি) **১×৫ = ৫**

বিজয়, অসীম, চিরনিদ্রা, লক্ষ্য, ঝাঁপ, বিকল, মুক্ত।

২। নিচের প্রশ্নগুলো সংক্ষেপে উত্তর দাওঃ **২+৪+৪=১০**

ক) মুক্তিযোদ্ধাদের দুটি জাহাজের নাম লেখো?
খ) রুহুল আমিন কে? তাঁকে বীরশ্রেষ্ঠ উপাধি দেওয়া হয়েছিল কেন তা তিনটি বাক্যে লেখ।
গ) দেশকে তুমি কীভাবে ভালোবাসবে চারটি বাক্যে লেখ।

গ) প্রদত্ত অনুচ্ছেদটি পড়ে ১ ও ২নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ পাকিস্তানি সেনারা গভীর রাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঢাকার নিরস্ত্র, ঘুমন্ত মানুষের ওপর। আক্রমণ চালায় ঢাকা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে, ব্যারাকে আর নানা আবাসিক এলাকায়। নির্বিচারে হত্যা করে ঘুমন্ত মানুষকে। সেই হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যেতে থাকে পরবর্তী নয় মাস ধরে। পাশাপাশি তারা বিশেষ রকমের হত্যাকাণ্ড চালানোর পরিকল্পনাও করে। সেই পরিকল্পনা অনুসারে একে একে হত্যা করে এদেশের মেধাবী, আলোকিত ও বরেণ্য মানুষদের। হত্যা পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্য পাকিস্তানিরা গড়ে তোলে রাজাকার, আল বদর ও আল শামস বাহিনী। পাষণ্ড কিছু লোকজন যোগ দেয় ওইসব বাহিনীতে। তারা ওই হত্যা পরিকল্পনায় সহযোগিতা করে। পঁচিশে মার্চের মধ্যরাতে শহিদ হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্বী শিক্ষক, এম. মনিরুজ্জামান, অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, ড. গোবিন্দচন্দ্র দেব। পাকিস্তানি সেনারা সেই রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসগুলোতেই শুধু আক্রমণ চালায়নি, হানা দেয় তারা শিক্ষকদের বাড়িতে বাড়িতেও। বিজ্ঞানের শিক্ষক ছিলেন এম. মনিরুজ্জামান। প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দ শুনে তিনি পবিত্র কুরআন পড়া শুরু করেন। এই কুরআন পাঠরত মানুষটিকেই টেনে হিঁচড়ে নিচে নামায় পাকিস্তানি সেনারা। একই বাড়ির নিচতলায় থাকতেন অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা। ইংরেজি সাহিত্যের খ্যাতিমান শিক্ষক। তাঁকেও শত্রুসেনারা টেনে হিচড়ে বের করে আনে। তারপর এই দুই শিক্ষককেই গুলি করে হত্যা করে। হত্যা করে দর্শনশাস্ত্রের যশস্বী শিক্ষক গোবিন্দচন্দ্র দেবসহ আরও কয়েকজন শিক্ষককে।

১। নিচের শব্দগুলোর অর্থ লিখ: (যে কোনো ৫টি) ১×৫ = ৫

নির্বিচারে, বরেণ্য, মনস্বী,খ্যাতিমান, শহিদ, পাষণ্ড, যশষী।

২। নিচের প্রশ্নগুলো সংক্ষেপে উত্তর দাওঃ ২+৪+৪=১০

ক) এম. মুনিরুজ্জামান কে ছিলেন? পাকিস্তানি সেনারর তাঁকে কীভাবে বের করে আনে?

খ) পাকিস্তানিরা এ দেশের মেধাবী মানুষদের হত্যা করার পরিকল্পনা করে কেন? দুইটি বাক্যে লেখ।

গ) দেশের জন্য যাঁরা আত্মত্যাগ করেছেন তাঁদের তুমি কীভাবে স্মরণ করবে? চারটি বাক্যে লেখ।

পাঠ্যবই বহির্ভূত অনুচ্ছেদ

ক) প্রদত্ত অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর লেখো:

পৃথিবীর সব মানুষই মায়ের মুখ থেকে ভাষা শেখে। মায়ের মুখ থেকে যে ভাষা শেখে, সেটাই তার মাতৃভাষা। যেমন বাঙালি সন্তানের মাতৃভাষা বাংলা, ইংরেজদের মাতৃভাষা ইংরেজি। মানুষের জীবনে মাতৃভাষার গুরুত্ব অনেক বেশি। মানুষ তার মাতৃভাষায় আবেগ, অনুভূতি সহজেই প্রকাশ করে। মাতৃভাষাকে বাদ দিয়ে পৃথিবীর কোনো মানুষই চলতে পারে না। একমাত্র বাঙালি ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো জাতি নিজের মাতৃভাষার জন্য লড়াই করেনি। এ কারণে ১৯৫২ সালে বাঙালির ভাষা আন্দোলন পৃথিবীতে আলোড়ন তুলেছিল। আন্দোলন ছিল পাকিস্তানি শাসকের বিরুদ্ধে। কারণ, তারা বাঙালির ওপর উর্দু ভাষা চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। ভাষার প্রতি বাঙালির যে ভালোবাসা, তা তারা প্রথমে অনুধাবন করতে পারেনি। বাঙালির ভাষার প্রতি ভালোবাসাকে স্বীকৃতি জানিয়ে ইউনেস্কোর ঘোষণা অনুযায়ী ২১ ফেব্রুয়ারি সারা বিশ্বে পালিত হয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।

৩। নিচে কয়েকটি শব্দ ও শব্দার্থ দেওয়া হলো।

শব্দ	শব্দার্থ
অনুভূতি	অনুভব
উপলব্ধি	রপ্ত, আয়ত্ত
মাতৃভাষা	মায়ের ভাষা
অঞ্চল	এলাকা
ব্যাপক	বিশাল
মমত্ববোধ	স্নেহবোধ

নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থানে উপযুক্ত শব্দটি উত্তরপত্রে লেখো:

ক. ব্যাকরণ ---------- করলে ভালো লিখতে পারবে।

খ. সে ---------- ডাকাতের ভয় আছে।

গ. সন্তানের প্রতি মায়ের ---------- আছে।

ঘ. ভাষার মাধ্যমে আমরা ---------- প্রকাশ করি।

ঙ. বাংলা আমাদের ---------- ।

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখো:

ক. মানুষের জীবনে কোন ভাষার গুরুত্ব খুব বেশি? কেন? তা চারটি বাক্যে লেখো।

খ. ভাষা আন্দোলন কেন হয়েছে? চারটি বাক্যে লেখো।

গ. সারা পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ফেব্রুয়ারির ২১ তারিখে পালিত হয় কেন? পাঁচটি বাক্যে লেখো।

খ) প্রদত্ত অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর লেখো:

বাংলাদেশের স্বাধীনতার রয়েছে এক সুদীর্ঘ রক্তঝরা ইতিহাস। বাংলাদেশের মানুষের দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার স্বপ্নকে নস্যাৎ করার জন্য পাকবাহিনী মারণাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে বাঙালির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। শুরু হয় ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা নির্মম হত্যাকাণ্ড। অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয় হাজার হাজার মা-বোন, জ্বালিয়ে দেওয়া হয় শহর-বন্দর, গ্রাম। মানুষ অনাহারে-অর্ধহারে দিন কাটিয়ে অবশেষে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে আশ্রয় নেয়। পাকিস্তানি বাহিনী নির্বিচারে হত্যার পাশাপাশি তারা ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পিতভাবে একে একে হত্যা করে এ দেশের বরেণ্য ব্যক্তিদের। ঢাকা ও ঢাকার বাইরে পুরো দেশের নানা পেশার মেধাবী মানুষদের হত্যা করার জন্য তালিকা করে তারা। স্বাধীনতা বিরোধী রাজাকার, আলবদর, আল-শামস্ বাহিনীর মাধ্যমে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে হত্যার এ নীল নকশা বাস্তবায়ন করে। তাদের জন্য যেমন ভিজে আছে তাদের স্বজনদের চোখ, তেমনি এসব শহিদদের বুকের তাজা রক্তে ভিজে আছে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের মাটি। তাদের প্রাণের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছি স্বাধীনতা। তাই প্রতি বছর ১৪ ডিসেম্বর বাঙালি জাতি তাদের স্মরণে শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন করেন। তাঁদের মহান ত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি লাল-সবুজের পতাকা। বাঙালি জাতি তাঁদের আত্মদানকে আজীবন শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে।

৩। নিচে কয়েকটি শব্দ ও শব্দার্থ দেওয়া হলো।

শব্দ	শব্দার্থ
প্রেম	ভালোবাসা
গভীর	অগাধ
হত্যা	মেরে ফেলা
স্মরণ	মনে রাখা
স্বজন	নিজের লোক
শ্রদ্ধা	ভক্তি

নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থানে উপযুক্ত শব্দটি উত্তরপত্রে লেখো:

ক. বড়দের আমরা----------করব।

খ. মানুষের প্রতি আমাদের ------থাকতে হবে।
গ. বিনা অপরাধে কাউকে -----করা উচিত নয়।
ঘ. ডাকাতরা----------রাতে আক্রমণ করল।
ঙ. রহিম আমার---------- ।

৪। নিচের প্রশ্নগুলো উত্তর লেখো :

ক) পাকিস্তানি সৈন্যরা ২৫ শে মার্চ রাতে কী করেছিল?
খ) পাকবাহিনী কীভাবে হত্যাযজ্ঞের নীল নকশা বাস্তবায়ন করে?
গ) আমরা কবে শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন করি? কেন করি?

গ) নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক শাওনের। প্রকৃতির সব উপাদানই তার ভালো লাগে। ঘাসের প্রতিও প্রবল মায়া তার। ঘাসি যেদিন ঘাস কাটতে আসে, সেদিন সারাক্ষণ মন খারাপ করে বসে থাকে শাওন । ঘাসের মাঝে মাথা তোলা ছোট ছোট উদ্ভিদ আর বাহারি ঘাসফুলগুলোর জন্য ওর কান্না পায়। পাখিতে খাওয়া নিমফলের বিচি পড়ে ছোট ছোট চারা বেরিয়েছে। কী সুন্দর তার পাতা! কিন্তু সবই নিড়ানি দিয়ে উপড়ে ফেলা হয়। শাওনের এতে বেশ আপত্তি। কেউ গাছ থেকে ফুল ছিঁড়লেও ভারি ব্যথা পায় সে। ফুলগুলো গাছেই বেশি মানায়, ফুল ছিঁড়লে গাছের সৌন্দর্য নষ্ট হয়। এমনটাই নিজের ভেতরে অনুভব করে শাওন। মানুষের মতোই গাছের বা ফুলেরও প্রাণ আছে। এদেরও আছে আনন্দ, বেদনা ইত্যাদির অনুভূতি।

৩। নিচে কয়েকটি শব্দ ও শব্দার্থ দেওয়া হলো।

শব্দ	শব্দার্থ
মায়া	মমতা, টান
নিবিড়	গভীর
প্রিয়তম	সবচেয়ে বেশি
প্রিয়	গভীর
অত্যন্ত	শক্তশালী
বাহারি	শোভাযুক্ত
সৌন্দর্য	রূপ

নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থানে উপযুক্ত শব্দটি উত্তরপত্রে লেখো:

ক. গ্রামের ----------দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়।
খ. সব খাবারের মধ্যে খুকুর ------- খাবার মাছ, মিষ্টি।
গ. অমাবস্যার রাতে অন্ধকার ---------- হয়ে ওঠে।
ঘ. ---------- বৃষ্টিতে মাঠঘাট সব ডুবে গেছে।
ঙ. দরিদ্রের প্রতি ---------- করা চরিত্রের মহৎ গুণ।

৪। নিচের প্রশ্নগুলো উত্তর লেখো :

ক. যারা ঘাস কাটে তাদের কী বলা হয়? শাওনের মন খারাপ হয় কেন? চারটি বাক্যে লেখো।
খ. গাছপালা নিয়ে শাওনের ভাবনা পাঁচটি বাক্যে লেখো।
গ. শাওনকে দেখে তুমি কোন বিষয়ে শিক্ষা অর্জন করতে পারো? তা পাঁচটি বাক্যে লেখো।

ঘ) প্রদত্ত অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর লেখো:

১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন অত্যন্ত তীব্র হয়ে উঠে। সর্বত্র শুরু হয় মিছিল-স্লোগান ও সভা। সারা ঢাকা শহর, 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' এই ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠে। পাকিস্তানি সরকার এ আন্দোলনকে ঠেকাবার জন্য সভা সমিতি, শোভাযাত্রা, গণজমায়েত প্রভৃতি নিষেধ করে ১৪৪ ধারা জারি করে। কিন্তু তরুণ ছাত্ররা সে আইন অমান্য করে ২১ শে ফেব্রুয়ারি মিছিল করে নেমে এলো ঢাকার রাজপথে। তাদের সাথে যোগ দেয় দেশের সাধারণ জনগণ। এই আন্দোলনকে বন্ধ করে দেবার জন্য নিরস্ত্র শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর পাকিস্তানি বাহিনী গুলি চালায়, এতে লুটিয়ে পড়ে রফিক, সালাম, বরকত, জব্বারসহ নাম না জানা আরো অনেকে। একুশে ফেব্রুয়ারির শহিদদের রক্তের বিনিময়ে বাংলা ভাষা রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা লাভ করে। তাই ভাষা শহিদদের আমরা ভুলতে পারি না।

৩। নিচে কয়েকটি শব্দ ও শব্দার্থ দেওয়া হলো।

শব্দ	শব্দার্থ
সভা	সমাবেশ
নিষেধ	মানা করা
সর্বত্র	সব জায়গায়
জনগণ	সাধারণ মানুষ
মর্যাদা	সম্মান
শহিদ	ন্যায়ের জন্য যাঁরা জীবন দেন।

নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থানে উপযুক্ত শব্দটি উত্তরপত্রে লেখো:

ক. --------আইন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
খ. বাবা অন্যায় কাজ করতে----করল।
গ. ভাষা---------দের আমরা শ্রদ্ধা করব।
ঘ. আমরা সবার----------রক্ষা করব।
ঙ. ----------কে আমরা সম্মান করব।

৪। নিচের প্রশ্নগুলো উত্তর লেখো :

ক. ভাষা আন্দোলনে কারা শহিদ হন? কেন হন?

খ. ১৪৪ ধারা ভঙ্গের কারণ কী ছিল? বর্ণনা করো।

গ. ছাত্রদের ঢাকার রাজপথে নেমে আসার কারণ ব্যাখ্যা করো।

ক্রিয়াপদের চলিত রূপ

৫। ক্রিয়াপদের চলিত রূপ লেখো:

মরিতেছে, উঠিল, করিবার, কিনিলাম, হইতে, লিখিয়াছি, লুটাইয়া, ফুটিয়াছে, যাইতেছে, বাঁধিল, মিলাইয়া, বসিয়া, ভাসিয়া, থাকিয়া, আসিয়া, ভাসাইয়া, মিলিয়াছে, দিয়াছে, জন্মিয়াছে, বেড়াইতে, নামিয়া, যাইবে, পাইবে, বলিয়াছি, করিতেছি, করিলে, রহিয়াছে, বাঁচিয়া, রাখিয়াছেন, হইয়া, উঠিবে, লইতে, লড়িয়াছে, ভুলিবে, মেলিয়াছে, থাকিবে, সেইখানে, মেলিয়া, সাজাইয়া, পুড়িল, করিয়া। হইল, নামিল, হইবে, হারাইয়াছিল, থামিল, চলিয়াছে, করিব।

অনুচ্ছেদ পড়ে প্রশ্ন তৈরি করণ:

৬। ক) প্রদত্ত অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫টি প্রশ্ন তৈরি করো (কে, কী, কোথায়, কীভাবে, কেন, কখন) :

মানুষ তখন একটু একটু করে সভ্য হচ্ছে। কী করে সবার সঙ্গে মিলেমিশে থাকা যায়, শিখছে সেইসব কায়দাকানুন। ও-দিকে বনে বনে তখন পশুদের রাজত্ব। হাজার রকমের প্রাণী, অসংখ্য পাখ-পাখালি। বেশ শান্তিতেই কাটছিল বনের পাখি আর প্রাণীদের দিনগুলো। কিন্তু একদিন হলো কি তাড়া খেয়ে মস্ত একটা হাতি এই বনে ঢুকে পড়ল। হাতিটার সে-কী বিশাল শরীর। পাগুলো বটপাকুড় গাছের মতো মোটা। শুঁড় এতটাই লম্বা যে আকাশের গায়ে গিয়ে বুঝি ঠেকবে। তার গায়েও অসীম জোর। এই শরীর আর শক্তি নিয়েই তার যত অহংকার। মেজাজটাও দারুণ তিরিক্ষি।

খ) প্রদত্ত অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫টি প্রশ্ন তৈরি করো (কে, কী, কোথায়, কীভাবে, কেন, কখন) :

হাতিটা নদীর পানিতে পা দিল। অমনি তার ভারী শরীর একটু একটু করে তলিয়ে যেতে থাকল। তলিয়ে যেতে যেতে হাতি বলল, শিয়াল ভায়া, আমাকে বাঁচাও। শিয়াল ততক্ষণে নদী পার হয়ে তীরে উঠে এসেছে। বনের সমস্ত প্রাণী তার পেছনে এসে দাঁড়াল।

গ) প্রদত্ত অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫টি প্রশ্ন তৈরি করো (কে, কী, কোথায়, কীভাবে, কেন, কখন) :

বাংলাদেশের দক্ষিণে রয়েছে প্রকৃতির অপার সম্ভার সুন্দরবন। সমুদ্রের কোল ঘেঁষে গড়ে উঠেছে এই বিশাল বন। এখানে রয়েছে যেমন প্রচুর গাছপালা, কেওড়া ও সুন্দরী গাছের বন, তেমনি রয়েছে নানা প্রাণী, জীবজন্তু। বিশ্বের কোনো কোনো প্রাণীর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে দেশের নাম বা জায়গার নাম। যেমন-ক্যাঙ্গারু বললেই মনে পড়ে যায় অস্ট্রেলিয়ার কথা। সিংহ বললেই মনে ভেসে ওঠে আফ্রিকার কথা। তেমনি বাংলাদেশের নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার বা রাজকীয় বাঘের নাম। এ বাঘ থাকে সুন্দরবনে। এ বাঘ দেখতে যেমন সুন্দর, তেমনি আবার ভয়ঙ্কর। এর চালচলনও রাজার মতো। সুন্দরবনের স্যাঁতসেঁতে গোলপাতার বনে এ বাঘ ঘুরে বেড়ায়। শিকার করে জীবজন্তু, সুযোগ পেলে মানুষও খায়।

ঘ) প্রদত্ত অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫টি প্রশ্ন তৈরি করো (কে, কী, কোথায়, কীভাবে, কেন, কখন) :

সুন্দরবনে বাঘ ছাড়াও আছে নানা রকমের হরিণ। কোনোটার বড় বড় শিং, কোনোটার গায়ে ফোঁটা ফোঁটা সাদা দাগ। এদের বলে চিত্রা হরিণ। একসময় সুন্দরবনে প্রচুর গণ্ডার ছিল, ছিল হাতি, ছিল বুনো শুয়োর। এখন এসব প্রাণী আর নেই। তবে দেশের রাঙামাটি আর বান্দরবানের জঙ্গলে হাতি দেখতে পাওয়া যায়। যেকোনো দেশের জন্যই জীবজন্তু, পশুপাখি এক অমূল্য সম্পদ। দেশের জলবায়ু আবহাওয়া গাছপালা বৃক্ষলতা ইত্যাদি প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলেই সে দেশের প্রাণিকূল জীবনধারণ করে। একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে পৃথিবীতে অপ্রয়োজনীয় প্রাণী বা বৃক্ষলতা বলতে কিছুই নেই। একসময় আমাদের দেশে প্রচুর শকুন দেখা যেত। শকুন দেখতে যে খুব সুন্দর পাখি তা কিন্তু নয়। এরা উড়ে বেড়ায় আকাশের অনেক উপরে। বাসা করে গাছের ডালে। মানুষের পক্ষে যা ক্ষতিকর, সেইসব আবর্জনা শকুন খায় এবং পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখে।

যুক্তবর্ণগুলো বিভাজন করে বাক্য গঠন

৭। প্রদত্ত যুক্তবর্ণগুলো বিভাজন করে ১টি করে বাক্য তৈরি করো:

ক্ত, ঙ্গ, ক্স, ন্দ, ঙ্ক, ঙ্গ, ট্ট, স্ট, দ্দ, ন্ধ, ল্প, ন্দ, স্প, চ্ছ, ম্ব, হ্ন, হ্ণ, ষ্ঠ, ত্ম, স্ব, ন্ম, ক্ষ, স্ব, স্ম, স্ত্র, ক্ষ্ম, ক্ব, ণ্ড, ণ্ট, ল্ল, জ্ঞ, ষ্ট, ষ্ণ, ঞ্জ, ক্ষ্ম

বিরাম চিহ্ন

৮। ক) বিরাম চিহ্ন বসিয়ে অনুচ্ছেদটি লেখো:

কাঞ্চনমালা একদিন নদীর ঘাটে স্নান করতে যান কোথা থেকে জানি একটা মেয়ে এলো এসে তাকে বলে রানির যদি দাসীর দরকার হয় তাহলে সে দাসী হবে

খ) বিরাম চিহ্ন বসিয়ে অনুচ্ছেদটি লেখো:

নকল রানি বানায় পিঠা সে পিঠা কেউ মুখেও তুলতে পারে না এমনই বিস্বাদ দুখিনী কাঞ্চনমালা বানান চন্দ্রপুলি মোহনবাঁশি পিঠা

গ) বিরাম চিহ্ন বসিয়ে অনুচ্ছেদটি লেখো:

সর্বনাশ ঘটেছে রাজা দেখে যে তার শরীরে গেঁথে আছে অগুনতি সুচ রাজা কথা বলতে পারেন না শুতে পারেন না খেতেও পারেন না

ঘ) বিরাম চিহ্ন বসিয়ে অনুচ্ছেদটি লেখো:

অন্যায় তো হয়েছেই দেখছেন ঝুড়ি নিয়ে যাচ্ছি তবে জল যাচ্ছেন কেন ঝুড়িতে করে কি জল নেয় লোকের সঙ্গে কথা কইতে গেলে একটু বিবেচনা করে বলতে হয়

ঙ) বিরাম চিহ্ন বসিয়ে অনুচ্ছেদটি লেখো:

তুমিও যেমন জিজ্ঞেস করবার লোক পাওনি ও হতভাগা জানেই বা কী আর বলবেই বা কী ওর যে দাদা আছে খালিশপুরে চাকরি করে

এক কথায় প্রকাশ

৯। এক কথায় প্রকাশ করো (যেকোনো ৫টি): ১. শুভ ভাগ্য

১. শুভ ভাগ্য	১১. যা লোপ পেয়েছে	২১. বিভোর হওয়ার মতো অবস্থা
২. সমুদ্র তীরের বালুময় স্থান	১২. আকাশ যেখানে মাটির সাথে মিশে গেছে	২২. নদী ও সাগরের ঢেউ
৩. যুগের পর যুগ	১৩. খারাপ মেজাজ	২৩. স্বর্ণের ন্যায় যে লতা
৪. এক দেশ থেকে অন্য দেশ	১৪. যে অনেক শক্তি ধারণ করে	২৪. মায়ের মুখের ভাষা
৫. মরণের মতো যন্ত্রণা	১৫. সশব্দে বিদ্যুৎ প্রকাশ	২৫. মাটি দিয়ে তৈরি শিল্প
৬. যেখানে চন্দ্র থাকে	১৬. ভীষণ চিৎকার	২৬. অস্থায়ী প্রদর্শনী
৭. যে স্থান অচেনা	১৭. যা হবেই	২৭. গলির ভিতর দিয়ে যে পথ
৮. তীব্র ইচ্ছা	১৮. সাহস আছে যার	২৮. শত্রু দিয়ে বেষ্টিত

৯. যার মূল্য নির্ধারণ করা যায় না ১০. বিভিন্ন উপাদানের সমষ্টি	১৯. যার সীমা নেই ২০. মুক্তির জন্য যিনি যুদ্ধ করেন	২৯. যে সংখ্যা গণনা করা যায় না ৩০. বরণ করার যোগ্য

বিপরীত শব্দ

১০। বিপরীত শব্দ লেখো:

সৌভাগ্য	নিচে,	খ্যাতি	অমূল্য	জয়ের	সকালে	উত্তর
বাঙালি	দেশের	শূন্য	ধ্বংস	আনন্দে	প্রাচীন	দিনভর
বন্ধু	পাতাল	ভিতরে	পরিচ্ছন্ন	দুরন্ত	পরিষ্কার	নিশি
মিল	বদ্ধ	রাজার	আগের	দূরে	যত্ন	ঘুম
ভালোবাসা	কম	বড় বড়	সভ্য	গাহসী	সহজ	যেতে
আশায়	শ্রদ্ধা	সুন্দর	লম্বা	জীবন	নরম	জীবিত
দিন	প্রতিধ্বনি	নতুন	অসীম	মুগ্ধ	সুর	

কবিতা

১১।

ক) শুনব আমি, ইঙ্গিত কোন্
মঙ্গল হতে আসছে উড়ে ।।
পাতাল ফেড়ে নামব নিচে
উঠব আবার আকাশ ফুঁড়ে;
বিশ্ব-জগৎ দেখব আমি
আপন হাতে মুঠোয় পুরে।।

ক) কবিতাংশটুকু কোন কবিতার অংশ? কবিতাটির কবির নাম কী?
খ) কবিতাংশটুকুর মূলভাব লেখো।
গ) কবি আকাশে-পাতালে যেতে চান কেন? চারটি বাক্যে লেখ।

খ) ফুল পাখি নই, নইকো পাহাড়
ঝরনা সাগর নই
মায়ের মুখের মধুর ভাষায়
মনের কথা কই।
বাংলা আমার মায়ের ভাষা
শহিদ ছেলের দান
আমার ভাইয়ের রক্তে লেখা
ফেব্রুয়ারির গান।

ক) আমাদের মাতৃভাষার নাম কী? কোন ভাষাতে আমরা মনের কথা বলি?
খ) কবিতাংশটির মূলভাব পাঁচটি বাক্যে লেখ।
গ) একুশে ফেব্রুয়ারিতে তুমি কী কী কাজ করো তিনটি বাক্যে লেখ।

গ) ‘এই যে ছবি এমন আঁকা
ছবির মতো দেশ,
দেশের মাটি দেশের মানুষ নানা রকম বেশ,
বাড়ি বাগান পাখপাখালি
সব মিলে এক ছবি,
নেই তুলি নেই রঙ, তবুও
আঁকতে পরি সবই।’

ক) ছবির মতো কী? নানা রকম বেশ কীসের?
খ) কবিতাংশটির মূলভাব পাঁচটি বাক্যে লেখ।
গ) কবি রঙ-তুলি ছাড়াও সব আঁকতে পারেন কীভাবে? তিনটি বাক্যে লেখ।

ফরম পূরণ

১২। ফরম পূরণ কর:
ক) বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তির জন্য ফরম পূরণ।
খ) বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতাসহ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত যেকোনো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য ফরম পূরণ।
গ) পাঠাগারের/ কাবদলের/বিশ্বসাহিত্যকেন্দ্রের / ফুটবল টিমের সদস্য হওয়ার জন্য ফরম পূরণ।

চিঠি/আবেদন পত্র

১৩। চিঠি/আবেদন পত্র লেখো: চিঠি
ক) একটি দর্শনীয় স্থান ভ্রমনের অভিজ্ঞতা জানিয়ে বন্ধুকে পত্র লেখো।
খ) পরীক্ষার প্রস্তুতির কথা জানিয়ে তোমার পিতার নিকট একটি পত্র লেখো।

গ) তোমার দেখা বৈশাখী মেলার বর্ণনা দিয়ে বন্ধুর নিকট পত্র লেখো।
ঘ) তোমার বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হওয়া বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বর্ণনা দিয়ে বন্ধুর নিকট পত্র লেখো।
ঙ) বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়ে প্রবাসী বন্ধুর নিকট পত্র লেখো।

আবেদন পত্র

ক) তিনদিন/ অর্ধ দিবস / ২য় পিরিয়ডের পর ছুটি চেয়ে প্রধান শিক্ষকের নিকট আবেদনপত্র লেখো
খ) ছাড়পত্র/ প্রশংসাপত্র চেয়ে প্রধান শিক্ষকের নিকট একটি আবেদন পত্র লেখো।
গ) বিনা বেতনে অধ্যয়ন ও দরিদ্র তহবিল হতে আর্থিক সাহায্যে চেয়ে প্রধান শিক্ষকের নিকট আবেদনপত্র লেখো।
ঘ) শিক্ষা সফর যাওয়ার অনুমতি চেয়ে প্রধান শিক্ষকের নিকট আবেদনপত্র লেখো।
ঙ) পর্যাপ্ত খেলাধুলার সামগ্রী সরবাহের জন্য প্রধান শিক্ষকের নিকট আবেদনপত্র লেখো।

রচনা

১৪। রচনা লেখো (যেকোনো একটি):

ক) আমাদের এই দেশ খ) বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ গ) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘ) মৃৎশিল্প ঙ) প্রিয় খেলা